গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ডিসেম্বর/২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	মোঃ মাহবুব হোসেন সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	২০-১২-২০২২
সভার সময়	সকাল-১০.০০ ঘটিকা
স্থান	সভাকক্ষ-১২১, ২য় তলা, ভবন নং-৬, বাংলাদেশ সচিবালয়
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে কোভিড পরবর্তী স্ব-শরীরে অনুষ্ঠিত ডিসেম্বর/২০২২ মাসের সমন্বয় সভায় স্বাগত জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সর্বসম্মতিতে গত ২৭-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত নভেম্বর/২০২২ মাসের সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়/নিশ্চিত করা হয়।

৩। গত ২৭-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রম	আলোচনা/পর্যালোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

৩.১	এ বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ অনিষ্পন্ন বিষয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা হতে অডিট ও মামলা সংক্রান্ত অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা পাওয়া গেছে। সভাপতি বলেন যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির কোন বিষয়টি কোথায় অনিষ্পন্ন রয়েছে তা সুনির্দিষ্টভাবে অনিষ্পন্ন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিয়ে ইতোমধ্যে একটি সভা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। চেয়ারম্যান, বিপিসি বলেন যে, এনবিআর এর সাথে যে বিষয়গুলো অনিষ্পন্ন রয়েছে তা যদি সময়মত জানা যায় তাহলে ডেমারেজ চার্জ হতে মুক্ত থাকা যায়। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, এনবিআর এর সাথে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত একটি কার্যপত্র তৈরিপূর্বক এনবিআর এর সাথে একটি সভা আহ্বান করতে হবে। উক্ত সভায় কোম্পানীসমূহের বিভিন্ন আইটেমের ওপর আয়কর ও ভ্যাট পুনঃনির্ধারণের বিষয়ও থাকবে। পেট্রোবাংলার পরিচালক (অপারেশন) জানান যে, পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ডিমান্ড চার্জ পিডিবি কর্তৃক বিইআরসি নির্ধারিত হারে পরিশোধ করা হচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন যে, সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে সকল গ্রাহকদের উদ্দেশ্য করে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে। বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং অব্যাহত থাকবে মর্মে চলমান অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ থাকবে।	(ক) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির অনিষ্পন্ন কার্যক্রমের তথ্য (কোন পর্যায়ে কত দিনের জন্য অনিষ্পন্ন রয়েছে) সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। (খ) বিদ্যুৎ বিভাগ, এনবিআর ও বিসিআইসি এর সাথে এ বিভাগের সংস্থা/কোম্পানির অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) এনবিআর এর সাথে যে বিষয়গুলো অমীমাংসিত/চলমান রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত একটি কার্যপত্র তৈরিপূর্বক এনবিআর এর সাথে পৃথক একটি সভা আহ্বান করতে হবে। বিষয়টি অপারেশন অনুবিভাগ তদারকি করবে। (ঘ) পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ডিমান্ড চার্জ আদায়ের লক্ষ্যে সরকারি/বেসরকারি সকল পর্যায়ের গ্রাহকদের নির্দিষ্ট সময়ে দিয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ সকল শাখা/অধিশাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.২	(ক) সভায় জানানো হয় যে, এলএনজি আমদানি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগ হতে ২৬-১০-২০২২ তারিখে তথ্য চাওয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে এ বিভাগ হতে গত ১০-১১-২০২২ তারিখে চাহিত জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (উন্নয়ন-২) জানান যে, বিষয়টি নিয়ে অর্থ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সাথে কথা বলে তিনি অগ্রগতি জানাবেন মর্মে জানিয়েছেন। সভাপতি বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য যোগাযোগ অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও কোম্পানীসমূহের Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন কোম্পানী কনসালটেন্ট নিয়োগের জন্য EoI আহ্বান করেছে, কেউ RFP আহ্বান প্রস্তুত ও আহ্বান করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। প্রতি সমন্বয় সভায় Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি ও গত এক মাসে টার্গেটের কী অগ্রগতি হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে সারসংক্ষেপ আকারে উপস্থাপন করতে হবে।	(ক) এলএনজি খাতে ভর্তুকি নীতিমালার বিষয়ে অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত মতামত সংগ্রহ করতে হবে। (খ) সকল কোম্পানীর Asset re-valuation কার্যক্রমের অগ্রগতি ও বিগত মাসের টার্গেট অনুসারে কী অগ্রগতি হয়েছে তার তথ্য ছক আকারে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে।	সকল অনুবিভাগ/ উন্নয়ন-২/ অপারেশন-৪ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.৩	সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিসভা কমিটি কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটিতে বিস্ফোরক জাতীয় দ্রব্যের সকল কার্যক্রম এক প্রতিষ্ঠানের আওতায় আনার নিমিত্ত ওয়ান স্টপ সার্ভিসের রূপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিসভা কমিটির ২য় সভা কমিটির সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২-০৫-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার নির্দেশনা মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত query'র জবাব পর্যালোচনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৯-০৯-২০২২ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের কাজের পরিধি অনুযায়ী জোনভিত্তিক অর্গানোগ্রাম প্রস্তুতের জন্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। সে প্রেক্ষিতে জোনভিত্তিক ১৫৯ জনবল বিশিষ্ট একটি অর্গানোগ্রামের খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে, যা সিনিয়র সচিব মহোদয়কে দেখানোর জন্য জমা দেয়া হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয় কর্তৃক দেখার পর এ বিষয়ে অপর একটি সভা করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২২-০৫-২০২২ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিস্ফোরক পরিদপ্তরের অর্গানোগ্রামের উপর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের query'র জবাব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভার পর্যবেক্ষণের আলোকে দাখিলকৃত প্রাপ্ত প্রস্তাবটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৩.৪	মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ড্যাশবোর্ড Upgrade এর কার্যক্রম নতুন ভেন্ডরের মাধ্যমে করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে EoI আহ্বান করা হয়েছে। এ বিভাগের যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর ERP কার্যক্রমের বিষয়ে Business Automation নামক প্রতিষ্ঠান একটি প্রেজেন্টেশন দিতে চেয়েছিল। এ লক্ষ্যে ERP কার্যক্রমের অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয় নির্দেশনা দিয়েছিলেন। সভাপতি ড্যাশবোর্ড ও ইআরপি এর মধ্যে পার্থক্য জানতে চান। এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, ERP কার্যক্রম দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর বিশদ পরিসরে থাকবে আর ড্যাশবোর্ডে ইআরপি'র গুরুত্বপূর্ণ ডাটাগুলোর লিংক থাকবে। এ বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর যত অটোমেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে সেগুলোর সমন্বয়ে দ্রুত একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজনের জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	ড্যাশবোর্ডসহ এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর চলমান অটোমেশন কার্যক্রম সমন্বয় করে প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট বিষয়টি সমন্বয় করবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ আইসিটি শাখা ও হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বিপিসি/ পেট্রোবাংলা/দপ্তর/ সংস্থা/কোম্পানী
৩.৫	সভায় জানানো হয় যে, গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে পেট্রোবাংলা হতে প্রাপ্ত প্রেজেন্টশন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'কে দেখানো হয়েছে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বিসিএমসিএল এর বিষয়ে কতিপয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী'র নির্দেশনাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ইতোমধ্যে প্রেজেন্টেশনটি পুনরায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেজেন্টেশন উপস্থাপনের পূর্বে এ সংক্রান্ত সকল query'র জবাব প্রস্তুত রাখতে হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যত টেকনোলজি এবং যে প্রস্তাবসমূহ পাওয়া গেছে সেগুলো সামারাইজ করে অনতিবিলম্বে আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। বিষয়টি তদারকি ও নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন)'কে নির্দেশনা প্রদান করেন।	গত ২৭-০৬-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি ও মধ্যপাড়া পাথর খনির বিষয়ে প্রস্তুতকৃত প্রেজেন্টেশন ও এ সংক্রান্ত সকল query'র জবাব এবং যে প্রস্তাবসমূহ পাওয়া গেছে সেগুলো সামারাইজ করে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ এমজিএমসিএল/ বিসিএমসিএল
৩.৬	এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য পেট্রোবাংলার ৯টি ও বিপিসির ৩টি কার্যক্রমের তালিকা পাওয়া গিয়েছে। যা বিবেচনায় এসপিএম এবং ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফেন্ডশীপ পাইপলাইন প্রকল্প এবং যে সকল কূপ হতে আগামী কিছু দিনের মধ্যে গ্যাস উত্তোলন করা যাবে, সে সকল কূপসমূহকে উদ্বোধনের আওতায় আনার জন্য সিনিয়র সচিব মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এ বিষয়ে এ বিভাগের পরিকল্পনা উইং কাজ করছে। সভাপতি দ্রুত তালিকাটি চূড়ান্ত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনযোগ্য কার্যক্রমের তালিকায় অন্তর্ভূক্তপূর্বক দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	পরিকল্পনা/প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-১/

৩.৭	(ক) বাংলাদেশ বিমানের নিকট পূর্বের বকেয়া পাওনা আদায়ের সর্বশেষ অগ্রগতি বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান যে, বাংলাদেশ বিমান হতে পূর্বের বকেয়া পাওনা মওকুফ চেয়ে একটি পত্র প্রেরণ করা হয়। বকেয়া পাওনা মওকুফ সম্ভব নয় মর্মে গত ২৮-১১-২০২২ তারিখে বাংলাদেশ বিমানকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। (খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এলপিজিএল জানান যে, আমদানি নির্ভর বার্ষিক বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার বোয়ালিয়া মৌজায় প্রস্তাবিত ১২.৮৮ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের জন্য গত ২৫/১০/২০২২ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) জানান যে, প্রস্তাবটি ইতোমধ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থ বিভাগের সাম্প্রতিক পরিপত্রে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছে।	(ক) বাংলাদেশ বিমান কর্তৃক পুঞ্জিভুত দেনা ও অতিরিক্ত বিল সংক্রান্ত প্রেরিত পত্রের বিষয়ে এ বিভাগের প্রেরিত জবাবের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বিপিসির অর্থায়নে চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলায় আমদানি নির্ভর বার্ষিক ১ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপিজি স্টোরেজ ও বটলিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার লক্ষ্যে চিহ্নিত জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের বিষয়টি অর্থ বিভাগের পরিপত্র অনুযায়ী আপাততঃ স্থগিত থাকবে।	প্রশাসন/ পরিকল্পনা অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ যুগ্মসচিব (প্র)/ অপা-১ অধিশাখা ও বিপিসি/ পিওসিএল/এলপি গ্যাস লিঃ
৩.৮	সভায় নভেম্বর/২২ মাসের দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার তথ্যাদি এবং নভেম্বর/২২ মাসের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য উপস্থাপন করা হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনাধীন মাসে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৭টি। এ বিভাগের উপসচিব (বাজেট) বলেন যে, গত ০৪-০৯-২০২২ তারিখে অডিট বিষয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানী পর্যায়ে প্রতিমাসে সভা অনুষ্ঠানের কথা রয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে নিয়মিত সভা আহ্বান করা হচ্ছে। সভাপতি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং প্রতিমাসে কয়টি দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে ও কয়টি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে তার তথ্য সুনির্দিষ্ট ছকে প্রতি সমন্বয় সভার পূর্বে প্রেরণ করতে হবে। (খ) গত ০৪-০৯-২০২২ তারিখে অডিট বিষয়ে এ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ বাজেট অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৩.৯	(ক) সভায় এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির বিভাগীয় মামলা, আদালতে বিচারাধীন মামলা ও রিট মামলার তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। সভায় মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে তথ্য ইনপুটের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। মামলার তথ্যাদি ইনপুটের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ভেন্ডরের সাথে কথা হয়েছে মর্মে এ বিভাগের সিস্টেম এনালিস্ট অবহিত করেন। সভাপতি আগামী ১৫ জানুয়ারি ২০২৩ এর মধ্যে সকল মামলার তথ্যাদি সফটওয়্যারে ইনপুট সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। (খ) সভায় জানানো হয় যে, দেশে ভেজাল জ্বালানি তেলের বিস্তার, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় বন্ধে ও সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকল্পে পেট্রোল পাম্প, প্যাকড্ পয়েন্ট ডিলার ও এজেন্সী পয়েন্টে জেলা প্রশাসন, বিএসটিআই এর প্রতিনিধি ও বিপণন কোম্পানীসমূহের আঞ্চলিক কার্যালয় হতে মনোনীত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। বিপণন কোম্পানীসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্য মতে, নভেম্বর, ২০২২ মাসে জেলা প্রশাসনের সহায়তায় বিপণন কোম্পানিসমূহ দেশব্যাপী মোট ৩২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেছে। তন্মধ্যে পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিঃ ১০টি, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিঃ ১২টি এবং যমুনা অয়েল কোম্পানী ১০টি। ওজনে কম দেওয়া এবং অন্যান্য ক্রটিজনিত কারণে পিওসিএল এর ৫টি, এমপিএল এর ৫টি এবং জেওসিএল এর ৬টি সহ সর্বমোট ১৬টি ফিলিং স্টেশনকে অর্থদন্ড দেয়া হয়েছে। এছাড়া ১৬টি ফিলিং স্টেশনের কার্যক্রম সন্তোষজনক পাওয়া গিয়াছে। যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) সভায় জানান যে, অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। (গ) সভায় দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-দরপত্রের তথ্য পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দপ্তর/সংস্থা কোম্পানীর ই-দরপত্রের সংখ্যা সন্তোষজনক পাওয়ায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্র বাড়ানোর জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) মামলা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারে দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানীর মামলার তথ্যাদি ইনপুটের কার্যক্রম আগামী ১৫ জানুয়ারি/২০২৩ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (খ) দেশে ভেজাল তেল বিক্রয় বন্ধ ও তেল সরবরাহে সঠিক পরিমাপ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে। (গ) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একজন স্থায়ী নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগের বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। (ঘ) যে সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানী ই-দরপত্রে পিছিয়ে রয়েছে তাদেরকে ই-দরপত্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্দিষ্ট ছকে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ অপারেশন অনুবিভাগ/ প্রশা-৩ শাখা/ অপা-১ শাখা/অপা-৪ শাখা ও দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি

৩.১০	এ বিভাগের যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অগ্রগতি প্রতিমাসে পৃথক সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়। তিনি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'তে এ পর্যন্ত অর্জন না থাকা ও চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহ রয়েছে সেগুলো উপস্থাপন করা হয়। সভাপতি বলেন যে, কোন কর্মকর্তার অবহেলার কারণে এপিএ'তে অন্তর্ভুক্ত কোন সূচকের নম্বর কাটা গেলে তাকে অদক্ষতার আওতায় আনা হবে। তিনি এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর এবং সচেষ্ট থাকার নির্দেশনা প্রদান করেন এবং চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহের বিষয়ে বিশেষ নজর দেয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।	(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সকলকে তৎপর হতে হবে এবং চ্যালেঞ্জিং সূচকসমূহ বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দিতে হবে।	সকল অনুবিভাগ এপিএ টিম/ প্রশাসন-২ অধিশাখা ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি
৩.১১	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন:** মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, 'বাংলাদেশ গ্যাস, তেল ও খনিজ সম্পদ কর্পোরেশন আইন, ২০২২' শীর্ষক বিলটি জাতীয় সংসদের গত ০২-১১-২০২২ তারিখের অধিবেশনে পাশ হয়েছে। বিলটি ইতোমধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। সভাপতি বিলটি প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মন্ত্রিসভার আর কোন সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত থাকলে তা আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তসমূহের পরবর্তী বাস্তবায়ন অগ্রগতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ/ প্রশাসন-৩ অধিশাখা ও পেট্রোবাংলা
৩.১২	সভায় অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রমের অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা হয়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, প্রতিমাসে অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইনের যে তথ্য পাওয়া যায় সে তথ্যের সাথে প্রকৃত তথ্যের গরমিল পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) বলেন যে, অবৈধ গ্যাস বিচ্ছিন্নের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের বিষয়ে প্রতিমাসে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় সে সভায় এ সংক্রান্ত তথ্যসমূহ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হবে। ফলে এ সংক্রান্ত তথ্যসমূহের সঠিকতা বজায় থাকবে। সভায় নভেম্বর/২২ মাসে বকেয়া গ্যাস বিল আদায়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়। বকেয়া আদায় সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে মর্মে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। সভায় জানানো হয় যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় অব্যাহত রয়েছে এবং এ কার্যক্রমের অগ্রগতি সন্তোষজনকভাবে হচ্ছে। সভাপতি অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অবৈধ গ্যাস সংযোগ ও অবৈধ পাইপলাইন অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে এবং নিয়মিত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে ও বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট ছক আকারে সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) সরকারি প্রতিষ্ঠানের বকেয়া গ্যাস বিল আদায় ত্বরান্বিত করতে হবে এবং বকেয়া পরিশোধ না করলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।	অপারেশন অনুবিভাগ/ পেট্রোবাংলা/ ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি/ বিপিসি/ বিপণন কোম্পানি/ জিটিসিএল
৩.১৩	বিবিধ আলোচনা: (ক) সভায় জানানো হয় যে, তেল বিপণন কোম্পানির আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশনের তালিকা (জিপিএস ম্যাপসহ/জিওগ্রাফিক লোকেশনসহ) সম্বলিত ডাটাবেজ তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গত ৩০-০৮-২০২২ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ,	(ক) মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের বিভাগ/ জেলা/উপজেলা পর্যায়ে তিনটি তেল বিপণন কোম্পানি ও আরপিজিসিএল এর আওতাভুক্ত সকল ফিলিং স্টেশন ও সিএনজি ফিলিং স্টেশনের তালিকা	সকল অনুবিভাগ/ সকল কর্মকর্তা ও পেট্রোবাংলা/ হাইড্রোকার্বন ইউনিট/ বাপেক্স

	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার কোন সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা অনুযায়ী আলোচ্য ডাটাবেজের আপডেট করা হয়েছে। আপডেটকৃত ডাটাবেজটি জাতীয় ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে http://gisfs.bpc.gov.bd এই লিংকের মাধ্যমে বর্তমানে Live করা হয়েছে। নির্দিষ্ট আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে উক্ত ডাটাবেজটি ব্যবহার করা যাচ্ছে। সভায় আরো জানানো হয় যে, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনের GPS লোকেশন ভিত্তিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে আরপিজিসিএল এর ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে পেট্রোবাংলা, আরপিজিসিএল, টিজিটিডিসিএল, বিজিডিসিএল, কেজিডিসিএল, পিজিসিএল ও জেজিটিডিএসএল এর সমন্বয়ে পেট্রোবাংলা হতে ১০ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। (খ) মহাপরিচালক, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জানান যে, বুয়েটের সাথে যৌথভাবে গবেষণা করার জন্য একটি খসড়া এমওইউ প্রস্তুতপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। খসড়া এমওইউটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে বুয়েটে প্রেরণ করা হয়। বুয়েটের সিন্ডিকেট সভায় খসড়া এমইউটি অনুমোদিত হয়েছে। আগামী ৭ দিনের মধ্যে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ও সিনিয়র সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে এমওইউটি স্বাক্ষর করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। (গ) পরিচালক (অপারেশন), পেট্রোবাংলা সভায় জানান যে, খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে একটি প্রেজেন্টেশন প্রস্তুত করা হয়েছে। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সময় নিয়ে শীঘ্রই একটি প্রেজেন্টেশন আয়োজন করা হবে। (ঘ) যুগ্মসচিব (অপারেশন-১) জানান যে, কৈলাশটিলা প্ল্যান্ট চালুর বিষয়ে অফস্পেক জ্বালানি ও এনজিএল এর মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে ২১-১১-২২ তারিখে একটি সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভাপতি প্ল্যান্টটি উদ্বোধনের লক্ষ্যে অতিদ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। (ঙ) সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শূন্য পদে নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (চ) সভাপতি বলেন যে, এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে তার তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। এবং এ বিভাগের যে সকল আইনের ইংরেজি ট্রান্সলেশন নেই সেগুলো ইংরেজিতে ট্রান্সলেশন করতে হবে।	জিপিএস ম্যাপের মাধ্যমে সম্পন্নের সর্বশেষ হালনাগাদ অগ্রগতি আগামী সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (খ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির গবেষণা কার্যক্রমের সর্বশেষ তথ্যাদি ও বুয়েটের সাথে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের এমওইউ স্বাক্ষরের অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) খসড়া গ্যাস বিপণন বিধিমালার বিষয়ে দ্রুত পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন আয়োজন করতে হবে। (ঘ) সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিঃ হতে আরপিজিএসল কর্তৃক এনজিএল গ্রহণপূর্বক এলপিজিএল এর কৈলাশটিলা প্ল্যান্টটি উদ্বোধনের লক্ষ্যে অতিদ্রুত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। (ঙ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির শূন্য পদে নিয়োগের অগ্রগতি প্রতি সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে। গত এক মাসে কতজনকে নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে তার তথ্য উল্লেখ করতে হবে। (চ) এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি হতে কী কী আইন/বিধিমালা/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং তার সর্বশেষ অগ্রগতির তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। (ছ) যে সকল আইনের ইংরেজি অনুবাদ নেই সেগুলো দ্রুত ইংরেজিতে অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	ও দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি

৪. সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা

করেন।

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৯৯.০০১.২২.৫৪০

তারিখ: ১৪ পৌষ ১৪২৯
২৯ ডিসেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
২) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট
৩) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)
৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৫) মহাপরিচালক , হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৬) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (Blue Economy সেল), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৮) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
১০) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), বিপিসি ও পেট্রোবাংলার আওতাধীন কোম্পানীসহ
১২) সিনিয়র সচিবের একান্ত সচিব, সিনিয়র সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৩) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
১৪) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
১৫) চিফ একাউন্টস এন্ড ফিন্যান্স অফিসার, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব